তারিখ: ২৬ এপ্রিল, ২০১৮

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন সংক্রান্ত অপরাধে থানা ঘটনার স্থান বিবেচনা না করে এবং কোন বৈষম্য ছাড়াই তাৎক্ষনিকভাবে অভিযোগ গ্রহণ করবেন

গত ২১ মে ২০১৫ ঢাকায় বাসের জন্য অপেক্ষারত একজন নারীকে মাইক্রোবাসে তুলে ধর্ষণের ঘটনায় নির্যাতনের শিকার নারীর পরিবার অভিযোগ দায়ের করতে গেলে থানা সময়মতো মামলা গ্রহণ এবং ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থা না করার প্রেক্ষিতে গত ২৫ মে ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), নারীপক্ষ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) কর্তৃক হাইকোর্টে জনস্বার্থে একটি রিট আবেদন (রিট পিটিশন নং ৫৫৪১/২০১৫) দায়ের করেন। উক্ত রিট আবেদনের শুনানী শেষে গত ১৮ এপ্রিল ২০১৮ মহামান্য হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি ফারাহ মাহবুব এবং বিচারপতি কাজী মোঃ ইজারুল হক আকন্দ-এর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রুল নিষ্পত্তি করে ধর্ষণ ও সহিংসতার শিকার নারীর বিচার প্রাপ্তি ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সংবলিত পূর্ণাঙ্গ রায় প্রদান করেছেন[১]।

নির্দেশনাসমুহ:

১. ধর্ষণ, যৌন নিপীড়নসহ এ ধরনের আমলযোগ্য অপরাধের ঘটনায় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন বৈষম্য ছাড়াই তাৎক্ষনিকভাবে ঘটনার স্থান উল্লেখ পূর্বক অভিযোগ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করবেন।
২. অভিযোগকারী অনলাইনে যেন তার অভিযোগ দায়ের করতে পারে,সে জন্য ওয়েবসাইট চালু করতে হবে ।
৩. পুলিশ কর্মকর্তা যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া অভিযোগ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে বা ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আইন সংস্কার করতে হবে।
৪. প্রতিটি থানায় সার্বক্ষনিক নারী পুলিশ সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে কনস্টেবল থেকে উর্ধ্বতন পদ মর্যাদার নারী পুলিশ সদস্য নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। ধর্ষণ বা যৌন নিপীড়নের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার সময় ডিউটি অফিসার নারী পুলিশ সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন, সেই সাথে যৌন নিপীড়নের শিকার নারী ও তার পরিবারের সদস্যদের জন্য স্বস্তিদায়ক/ আস্থার পরিবেশ তৈরী করতে হবে।
৫. সকল ক্ষেত্রে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের শিকার নারীর পরিচয় গোপন রাখতে হবে।
৬. সহায়তা পাওয়া যেতে পারে এমন নারী সমাজকর্মীদের তালিকা সকল থানায় দৃশ্যমানভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
৭. নির্যাতনের শিকার নারীর বক্তব্য রেকর্ড করার সময় তার আইনজীবী অথবা তার মনোনীত ব্যক্তি অথবা একজন সমাজকর্মী অথবা প্রটেকশন অফিসারের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
৮. ধর্ষণ বা যৌন নিপীড়নের শিকার নারীকে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত তার সুরক্ষার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত কোন তথ্য জানতে চাইলে তা জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
৯. ডিউটি অফিসার কোন অভিযোগ পাওয়ার পর অনতিবিলম্বে তা ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারকে জানাতে হবে।
১০. ধর্ষণ বা যৌন নিপীড়নের শিকার নারী বিশেষ করে প্রতিবন্ধি নারীর জন্য প্রয়োজন বোধে ঘটনা বা যেকোন বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান / অনুবাদ করে শোনানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
১১. অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার পর তদন্ত কর্মকর্তা কোন বিলম্ব না করে নারী পুলিশ সদস্যসহ নির্য়াতনের শিকার নারীর ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থা করবে।
১২. নির্যাতনের শিকার নারীকে উদ্ধারের জন্য ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার সবসময় সতর্ক থাকবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১৩. সকল প্রকার ধর্ষণ বা যৌন নিপীড়নের শিকার নারীর ডাক্তারী পরীক্ষার ক্ষেত্রে ডি এন এ পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।
১৪. ঘটনার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে যৌন নির্যাতনের শিকার নারীর ডি এন এ এবং অন্যান্য নমূনা ফরেনসিক পরীক্ষাগার অথবা ডি এন এ প্রোফাইলিং সেন্টারে পাঠাতে হবে।
১৫. নির্যাতনের শিকার নারীকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য নিকটস্থ হাসপাতালে নেয়া অথবা এতদসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে তদন্ত সংস্থার ব্যর্থতা বা গাফিলতি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।
১৬. ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতনের ঘটনার তদন্তে তদন্ত কর্মকর্তা দ্রুততম সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করতে সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
১৭. সকল প্রকার নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে হটলাইন নম্বর ১০৯ চালু করা সহ তা অডিও, ভিডিও এবং ওয়েবসাইট সহ সকল প্রকার মিডিয়াতে ব্যপক প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে।
১৮. প্রত্যেক মেট্রোপলিটন এলাকায় আলাদা অফিস স্থাপনের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারীর নিরাপত্তা, চিকিৎসা, আলামত সংগ্রহ ও কাউন্সেলিং সেবা নিশ্চিত করতে হবে।

[1] https://www.blast.org.bd/content/judgement/Judgment-of-gange-rape-in-microbus-writ-5541-of-2015.pdf

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, গত ২১ মে ২০১৫ তারিখ রাতে যমুনা ফিউচার পার্কে পোশাকের দোকানের বিক্রয়কর্মী দৈনন্দিন কাজ শেষে রাজধানীর কূড়িল বিশ্ব রোড এলাকায় বাসের জন্য অপেক্ষারত থাকা অবস্থায় তাকে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে, পাঁচজন ব্যক্তি তাকে দেড় ঘন্টা ধরে ধর্ষণ করে। পরে ধর্ষণের শিকার তরুনীকে উত্তরার জসিমুদ্দিন রোডে ফেলে রেখে চলে যায়। এ ঘটনার পরদিন শুক্রবার অনেক চেষ্টার পর কয়েকটি থানায় ঘুরে ধর্ষণের শিকার তরুনীর পরিবার ভাটারা থানায় মামলা দায়ের করতে সক্ষম হন। তবে, প্রচলিত আইনে দ্রুততার সাথে নির্যাতনের শিকার নারীর ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পন্ন করার কথা থাকলেও পুলিশ ২৩ মে ২০১৫ তারিখে (তিন দিন পর) ধর্ষণের শিকার তরুনীকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে প্রেরণ করে।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), নারীপক্ষ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ধর্ষণের শিকার তরুনীর মামলা গ্রহণ পূর্বক দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে বিলম্ব করা, নির্যাতনের শিকার নারীকে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার বা ওসিসিতে প্রেরণে এবং ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বিলম্ব করার ফলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাংবিধানিক দায়িত্ব লংঘণ হয়েছে মর্মে জনস্বার্থে রিট আবেদন (রিট পিটিশন নং ৫৫৪১/২০১৫) দায়ের করে। গত ২৫ মে ২০১৫ তারিখে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের একটি ডিভিশন বেঞ্চ মামলা গ্রহণে এবং ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য নির্যাতনের শিকার নারীকে হাসপাতালে পাঠাতে বিলম্বের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেয়া হবে না এবং নির্যাতনের শিকার নারীকে কেন ক্ষতিপূরণ দেয়া হবেনা সে মর্মে আদালত রুল জারি করেন। পাশাপাশি আদালত যে কোন নির্যাতনের শিকার নারীকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, গোত্র, জন্মস্থান প্রভৃতি বিষয়ে বৈষম্য না করা এবং ধর্ষণ মামলার এজাহার সময়মতো লিপিবদ্ধ করার বিষয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটানের সকল থানায় একটি প্রজ্ঞাপন জারির জন্য আইজিপি এবং পুলিশ কমিশনারের প্রতি নির্দেশ দেন।

পরবর্তীতে শুনানী শেষে গত ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ তারিখে মহামান্য হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি ফারাহ মাহবুব এবং বিচারপতি কাজী মোঃ ইজারুল হক আকন্দ-এর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই রিট আবেদনের রুল নিষ্পত্তি শেষে সংক্ষিপ্ত রায় প্রদান করেন যার পূর্ণাঙ্গ রায় গত ১৮ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে নারীপক্ষ'র সদস্য কামরুন নাহার বলেন, *"দেশের প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা দেওয়া ও অধিকার রক্ষা সরকারের দায়িত্ব। আমরা আশাবাদী দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকার সর্বাধিক মনোযোগ দেবেন, নির্যাতনের ঘটনা আর একটিও যাতে না ঘটে তার জন্য অনতিবিলম্বে এই রায় বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।"*

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়েশা খানম বলেন, *"ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের শিকার নারী, কিশোরী ও তরুণীদের আইনগত সহায়তা করার ক্ষেত্রে এটি একটি ইতিবাচক রায়। আমরা আশাকরি সংশ্লিষ্ট প্রশাসন এই রায়ের মূলবক্তব্য ও নির্দেশনাগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করবে। আশাকরি জেন্ডার সংবেদনশীল মেডিকোলিগ্যাল ব্যবস্থা নির্যাতনের শিকার নারীদের সহায়তায় ভূমিকা রাখবে।"*

জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন বলেন *"এই মামলার রায় নিঃসন্দেহে বাংলাদেশে আদিবাসী নারী তথা সর্বস্তরের নারীদের সুরক্ষার জন্য একটা দৃষ্টান্তমূলক রায়। আমি অবিলম্বে এই মামলার রায় কার্যকর করার জোর দাবি জানাচ্ছি।, পাশাপাশি এই ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি কার্যকর করার মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপনেরও জোর দাবি জানাচ্ছি।"*

আবেদনকারীদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এডভোকেট সারা হোসেন, এডভোকেট জেড আই খান পান্না, সাথে ছিলেন এডভোকেট মাসুদা রেহানা রোজী, এডভোকেট শারমিন আক্তার। রাষ্টপক্ষে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি এটর্নি জেনারেল আমাতুল করীম, এএজি নুসরাত জাহান এবং এএজি বিলকিস ফাতেমা।

বার্তা প্রেরক:
মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসী ও কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন:

- সারা হোসেন, অবৈতনিক নির্বাহী পরিচালক, ব্লাস্ট, ইমেইল : sarahossain@gmail.com
- এডভোকেট আবু ওবায়দুর রহমান, এডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশ [ফোন: ০১৯১৪১২৯৮৫৬, ইমেইল obaid.rahman67@gmail.com]
- এডভোকেট শারমিন আক্তার, সিনিয়র স্টাফ ল'য়ার ব্লাস্ট এবং এডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশ [ফোন : ০১৯৫৫২৮৪০৯৪ ইমেইল : sharmin1@blast.org.bd]